ভোগ ও দুর্ভোগ ভাগ করে নিন !

সংবাদমন্থনে পাঠিয়ে দিন আপনার খবরটি, যা আপনি কিছু সংবেদনশীল মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে চান। সংবাদমন্থনের গ্রাহক হোন।

খবর জানাতে ফোন করুন : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ৮০১২৪৭৩৭৪৭, ০৩৩–২৪১৪৭৭৩০

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 19 1 April 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ ঊনবিংশ সংখ্যা ১ এপ্রিল ২০১৩ সোমবার ২ টাকা

• শাহবাগ আপডেট পৃ ২ • পাঠকের কথা পৃ ২ • মোদি পৃ ২ • জলাভূমি পৃ ৩ • কলপক্কম পৃ ৩ • ষোলোবিঘা পৃ ৪ • সুনীলম পৃ ৩ • দ্বিশতবর্ষ পৃ ৪

শাহবাগের সংহতিতে মিছিলে প্রশাসনের বাধা

২২ মার্চ, সংবাদমন্থন প্রতিবেদন •

গতকাল কলকাতায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে দুপুর আড়াইটেয় জড়ো হয়েছিল শতাধিক মানুষ। এদের মধ্যে ছিল 'হেতুবাদী', 'রবিশস্য', 'অনীক', 'তবু বাংলার মুখ', 'রূপান্তর', 'মন্থন', 'দামামা' সহ বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন, মানবাধিকার সংগঠন, নাট্যসংস্থা, ভারত–বাংলাদেশ–পাকিস্তান গণমঞ্চ ও মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। আগে থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে এখান থেকে মিছিল যাবে সৈয়দ আমির আলি এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনরের দপ্তরে। সেখানে শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থনে স্মারকলিপি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পক্ষ থেকে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা হবে। সেই মর্মে ২০ মার্চ হেস্টিংস থানায় চিঠি দিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। জমায়েত–স্থলে পৌঁছেই দেখা যায় বেশ আগে থেকেই সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তারা ঢাল এবং লাঠি নিয়ে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর দেখা যায় মিডিয়া–কর্মীদের, তারাও ক্যামেরা ও সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত। মিছিলের প্রস্তুতি শুরু হল। সকলকে 'শাহবাগ নতুন প্রজন্ম চত্বরের আন্দোলনের পাশে আমরা ভারতবর্ষ' লেখা ব্যাজ পরিয়ে দেওয়া হল। লিফলেট বিতরণ চলতে থাকল। প্ল্যাকার্ড–ফেস্টুন নিয়ে সকলে উপস্থিত। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হল, মিছিল করতে দেওয়া হবে না। কেন? কোনো কারণ নেই, 'অর্ডার আছে'।

জমায়েতে সামান্য কিছু প্রারম্ভিক বক্তব্য রেখে সকলের মত নেওয়া হল। সকলেই একবাক্যে সায় দিলেন যে আমরা মিছিল করব। দুপুর তিনটে নাগাদ সকলে সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় নেমে এল। কিন্তু মিছিলের পথরোধ করে দাঁড়াল পুলিশ বাহিনী। সেখানেই শুরু হল শ্লোগান এবং সমবেত গান 'আমার প্রতিবাদের ভাষা ...'। চওড়া প্রশস্ত রাজপথে যানবাহন আটকে গেল। এবার পুলিশ ঢাল দিয়ে সকলকে চেপে ফুটপাতে উঠতে বাধ্য করল। তাতে কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হল। যারা রুখে দাঁড়াল, তাদের আটক করে পুলিশভ্যানে তোলা হল। কিন্তু বিক্ষোভ চলতে থাকল। যেহেতু আন্দোলনের প্রস্তুতি ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং কোনোভাবেই আশা করা যায়নি যে সরকারি প্রশাসন মিছিল করতে দেবে না, ফলে সকলে হতবাক হয়ে গেল। প্রশাসনের এই ভূমিকা ছিল অপ্রত্যাশিত এবং লজ্জাজনক। অথচ জামাত–ই–ইসলামের সমর্থনে শাহবাগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ১৬টি সংগঠনকে কলকাতার বুকে ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল করতে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সাজাপ্রাপ্ত সাঈদীর সমর্থনে সভা কলকাতায়

অলোক দত্ত, কলকাতা, ৩০ মার্চ •

বাংলাদেশে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার চলছে, তার তৃতীয় ট্রাইবুনালে দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির সাজা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। সাঈদীর সাজার বিরোধিতা করে, শাহবাগ আন্দোলনকে কটাক্ষ করে এবং পশ্চিমবঙ্গে শাহবাগ আন্দোলনের সংহতিমূলক প্রচারের বিরোধিতা করে কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে কলকাতায় ৩০ মার্চ একটি সভা হয়। শহিদ মিনারের উল্টোদিকে দুপুর দুটো থেকে আয়োজিত এই সভায় কয়েক হাজার লোক হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর লোক এসেছিল সভায়।

সভায় বক্তারা সাঈদীকে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম বলে বর্ণনা করে জানায়, সাঈদী কোরান অনুবাদের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তিনি যখন শপথ নিয়ে বলেছেন যে তিনি কোনো দোষ করেননি, তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। এছাড়া বক্তারা বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। শাহবাগ আন্দোলনকে নাস্তিকদের আন্দোলন এবং মার্কিন মদতপুষ্ট বলে অভিহিত করে বক্তারা জানায়, আন্দোলনকারীরা ইসলামের নামে অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। মঞ্চ থেকে বারবার জানানো হয়, ইসলাম সঙ্কটে।

এই সভা ২৬ মার্চ হবার কথা ছিল। সেদিন সভা শুরুর কয়েক ঘন্টা আগে সভার অনুমতি প্রত্যাহার করে সভা বানচাল করে দেয় প্রশাসন। জানানো হয়, দোলের আগের দিন বলে সভা করতে দেওয়া হচ্ছে না। বদলে ৩০ তারিখ সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

এক নজরে গুজরাত হিংসা (২০০২)

- *২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ গুজরাতের গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে ৫৮ জন মারা যায়, যাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক অযোধ্যা থেকে করসেবা করে ফিরছিল। পরদিন সেই মৃতদেহগুলি আহমেদাবাদ নিয়ে গিয়ে মিছিল করার অনুমতি দেয় মোদির সরকার। শাসক দলের সমর্থনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বনধ্ ডাকে। এই শবদেহ নিয়ে মিছিল এবং বনধ্ থেকে শুরু হয় প্রায় গোটা গুজরাত জুড়ে মাসাধিক কাল ব্যাপী হিংসা। মোদি প্রকাশ্যে বলেন, এই হিংসা গোধরার ঘটনার প্রতিক্রিয়া।*
- *গুজরাত সরকারের পরিসংখ্যান, সেখানকার ২৫টি জেলার মধ্যে অন্তত ১৫টিতে, ১৫১টি শহরে এবং ৯৯৩টি গ্রামে এই সাম্প্রদায়িক হিংসা ঘটে।*
- *সরকারি মতে মোট মৃতের সংখ্যা ১২০০–র কিছু বেশি। বেসরকারি মতে আড়াই হাজার। তার মধ্যে আড়াইশ' জনের লাশটুকুও পাওয়া যায়নি। ৭০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়।*
- *সরকারি হিসেবে ২৭৩টি দরগা, ২৪১টি মসজিদ, ১৯টি মন্দির এবং ৩টি চার্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।*
- *এখনও পর্যন্ত গোধরার ঘটনার জন্য ৩১ জন আর তার পরবর্তী হিংসার জন্য ২১৮ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে বিভিন্ন আদালতে।*
- *হিউম্যান রাইটস ওয়াচ–এর ২০০২ সালের মে মাসের রিপোর্টে আছে, গুজরাতের রাজ্য সরকারি অফিসাররা সরাসরি এই হিংসায় জড়িত ছিল, এবং পরে সেগুলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ব্যাপক কারচুপি করে।*
- *২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত 'বিশেষ তদন্ত কমিটি'র রিপোর্টে জানায়, এই হিংসায় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা ছিল না, কারণ তিনি সেনা নামানো, ত্রাণ শিবির খোলা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনায় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই কমিটির রিপোর্টের তীব্র বিরোধিতা করে সমাজকর্মীরা। মোদি সরকার প্রথম থেকেই তথ্য লোপাট, সাক্ষীদের ভয় দেখানো, ইমানদার অফিসারদের শাস্তি প্রভৃতির মাধ্যমে সত্য আড়াল করেছে বলে জানায় তারা।*
- *গুজরাত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত অ্যামিকাস কুরি 'বিশেষ তদন্ত কমিটি'র মোদিকে ছাড় দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করে। এক আইপিএস অফিসারের হলফনামা উদ্ধৃত করে বলা হয়, মোদি গোধরার ঘটনার রাতে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে এই হিংসার রূপরেখা তৈরি করেন — এই অভিযোগ থেকে এখনই নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনও কারণ নেই।*

মেটিয়াব্রুজ বড়তলায় তীব্র জলসঙ্কট

২৯ মার্চ, শাকিল মহিনউদ্দিন, হাজিরতন, মেটিয়াব্রুজ •

তীব্র জলসঙ্কটে নাজেহাল মেটিয়াব্রুজ বড়তলার বৃহত্তর অঞ্চল। জলের সমস্যা এই অঞ্চলে নতুন নয়। জলকষ্টে প্রতিটি গৃহস্থ পরিবার সারাবছর ধরে হাপিত্যেশ করে। কিন্তু গ্রীষ্মের শুরুতে পানীয় জলের সরবরাহে যেভাবে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, আগামী গরমের দিনগুলির কথা ভাবলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়। এলাকায় এলাকায় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন, আলোচনা, ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। রাস্তা অবরোধ, চিৎকার–চেঁচামেচি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা থেকে মেটিয়াব্রুজ–বড়তলা–রাজাবাগান অঞ্চলের বাসিন্দারা বঞ্চিত। কিন্তু এই বঞ্চনার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ গার্ডেনরীচেই রয়েছে ৫০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার প্ল্যান্ট। এই ওয়াটার প্ল্যান্ট থেকেই কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর বেশ কিছু জায়গায় পানীয় জলের সরবরাহ করা হয়। এমনকী দক্ষিণ শহরতলীর জলের সঙ্কট মেটাতে গার্ডেনরীচেই পুরসভার তরফ থেকে ১১০ মিলিয়ন গ্যালনের ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। অথচ প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতোই গার্ডেনরীচ লাগোয়া মেটিয়াব্রুজ বড়তলা অঞ্চলের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড কার্যত জলশূন্য। এই জনাকীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জলের প্রয়োজন মেটানোর কথা ভাবাই হয় না। কাউন্সিলাররা এর দায় নিতে চায় না। তারা জনপ্রতিনিধি হয়েও জনগণের মৌলিক সমস্যা মেটাতে কার্যত উদ্যোগহীন।

জলসংগ্রহ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই পরিবারে পরিবারে, পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল লেগেই আছে। এমনকী জলের সুব্যবস্থা নেই বলে নববিবাহিতা এক তরুণী তাঁর স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে গেছেন বলে এলাকায় চাঞ্চল্যকর খবর রয়েছে। লিচুবাগান, বড়োসাহেবের হাট, পাকারিয়াতলা, সাতঘরা, মাঝেরপাড়া, কাঁঠালবেড়িয়া, মল্লিকপাড়া, মারে রোড, থান্দারপাড়া, লালপোল, হাজিরতন প্রভৃতি অঞ্চলের জলের জোগান একেবারে তলানিতে পৌঁছেছে। আবার এলাকায় কোনো কোনো ট্যাপে সরু সুতোর মতো জলের যে জোগান আছে, সেখান থেকে কোনো এক ভুতুড়ে কারণে কালোরঙের ড্রেনপচা জল, কখনো কেরোসিনের মতো নীল জল, আবার কখনো হলুদ রঙের ঘোলাজল আসছে, যা পানীয় জল হিসেবে পান করলে ডাইরিয়ার মতো মারাত্মক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে এলাকাবাসী আতঙ্কিত। এই জল স্নান করারও অনুপযুক্ত বলে স্থানীয় চিকিৎসকদের অভিমত। কারণ এতে চর্মরোগ বা অ্যালার্জি হতে বাধ্য। ডিপটিউবওয়েল থাকলে কিছুটা সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু তা নেহাতই কম।

অথচ এলাকাবাসী আর পাঁচজন শহরবাসীর মতো পুরসভাকে সম্পত্তি কর এবং একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে খাজনা দিয়ে চলেছে। গত ২০১১–১২ সালে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে অসম্ভব হারে কর (ট্যাক্স) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর জন্য পুরসভার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বা ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের কাছে দরবার করেও কোনো লাভ হয়নি বলে অনেকের ক্ষোভ। সেই বাড়তি কর কড়ায়–গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েও বেঁচে থাকার জন্য সামান্য জলটুকু তারা পাচ্ছে না। জনৈক ব্যক্তি তো বলেই ফেললেন, প্রতিবাদ আর অধিকার আদায়ের ভাষা জানি না বলেই আমাদের এই হাল। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল, তারা এই চরম অব্যবস্থার জন্য শুধু পুরসভাকে নয়, এলাকাবাসীদেরও দায়ী করেছে। প্রোমোটার দিয়ে পুকুর ভরাট, নেতা–নেত্রীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে বেআইনিভাবে রাতের অন্ধকারে কল টেনে নেওয়া, মোটর চালিয়ে মাত্রাতিরিক্ত জল টেনে নেওয়া, চাবি বা ক্যাপ ছাড়া খোলা–ট্যাপ থেকে জলের অপচয় প্রভৃতি ঘটনার জন্য আত্মকেন্দ্রিকতা, নীতিবিবর্জিত কাজ তথা স্বার্থপর ভাবনাকেও তারা এই দুর্বিষহ অবস্থার জন্য দায়ী করছে। জলের অপচয় এবং চুরি বন্ধ করার ব্যাপারে পুরসভাকে এযাবৎ উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। একজন প্রস্তাব দিলেন, কেন আমরা নিজেরাও তো চাঁদা করে চাবি কিনে লাগিয়ে খোলাট্যাপের জলের অপচয় বন্ধ করতে পারি।

নাজেহাল ভুক্তভোগী মানুষ হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে আর পাঁচটা কাজের মানুষের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলের জন্য বড়তলার বড়ো রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। পুরসভা অবরোধ চলাকালীন মোট চার গাড়ি জল দিয়ে জনগণের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু সাময়িক কয়েক গাড়ি জলে তো সমস্যা মিটবে না। সংগঠিত কোনো নাগরিক–আন্দোলনের কর্মসূচি এখনও এলাকা থেকে উঠে আসেনি। রবীন্দ্রনগরের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি স্মরণ করিয়ে দিলেন, গার্ডেনরীচ নাগরিক পরিষদের কয়েকজন অদম্য সাহসী মানুষের আমরণ অনশনের ফলেই আজকের গার্ডেনরীচ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। অপর এক সমাজ–সচেতন ব্যক্তির মোদ্দা কথা, বাঁচার মতো বাঁচতে হলে আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা সরিয়ে ফেলে সার্বজনীন মঙ্গল কামনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সঙ্গে নিতে হবে পাড়া–প্রতিবেশী ও ক্লাবগুলিকে, সকলের আন্দোলন গড়ে তুললে জলসঙ্কটের মতো দুরূহ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

চলতে চলতে

'মরবে যখন, আমাদের চোখের সামনেই মরুক'

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ১৭ মার্চ •

'সিস্টার, ২৬ নম্বর বেডের রুগি মাটিতে পড়ে গেছে।' শুনে সিস্টার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দুজন স্টাফকে ডেকে রুগিকে বেডে তোলালো। মেঝেতে কয়েক ফোঁটা রক্ত। রুগির কপাল কেটেছে। আগে যত চেঁচাচ্ছিল, এখন তা আরো বেড়েছে।

আমি গিয়েছিলাম ২৫ নম্বর বেডের রুগিকে দেখতে। রুগি কাটোয়ার এক বন্ধু। জন্ডিসের জন্য ভর্তি হয়েছে। আগে যাদবপুরে কেপিসি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ওখানে প্রচুর খরচ, তাই প্রথমে পিজি হাসপাতাল এবং সেখানে সিট না পাওয়ার পরে এখানে এসে এই শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে। অবশ্য ঘরের মধ্যে জায়গা হয়নি, করিডোরে বেড পাতা আছে লাইন দিয়ে ২৫, ২৬, ...। বন্ধু বলল, হাসপাতালের খাবার খেতে পারছে না ঠিক। আলুসেদ্ধটা খেয়েছিল, মাছ খেয়ে বমি হয়েছে। রক্তের একটা টেস্ট করতে দিয়েছে বাইরে — কাল তার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তারপর ডাক্তার বলবে কী করতে হবে।

আমি দেখছিলাম একটা ছোটোখাটো চেহারার বউ এসে ২৬ নম্বর রুগির জামা পালটে দিচ্ছে। ভিজিটিং আওয়ার্সের পরে হাসপাতালের গেটে সেই বউটার সঙ্গে চায়ের দোকানে আলাপ হল। বললেন, রুগি তাঁর স্বামী, নাম সুবল দাস। অসুখ কী জিজ্ঞেস করায় বললেন, মদ খেয়ে লিভার খারাপ হয়েছে, আগে পেটে জল জমেছিল, সব ফুলে যাচ্ছিল। তখন রামরিক হাসপাতালে তিন মাস ভর্তি ছিল, সেরেও গেছল। এবার ডাক্তার বলেছে, লিভার খারাপ, সঙ্গে টিবি। টিবির সাত আট রকম কড়া কড়া ওষুধ দিলে ওরকম বেঁকে যায়, তখন ঠান্ডা ঠান্ডা জিনিস না খাওয়ালে হয়? দেখলে তো পাজামা পাল্টাতে আমার কী কষ্ট হচ্ছিল, একা আমি পারি একটা পুরুষ মানুষকে সামলাতে। পড়ে গিয়ে মাথা কেটে গেল, আমি তখন থাকব কী করে। সবসময় থাকতে পারি? সাত বাড়ি কাজ করে সংসার চালাই। লোকটা তো কোনো কাজ করত না, মাঝে মাঝে জোগাড়ের কাজ করত আর সব মদের পেছনে ঢালতো। বয়স বেশি হয়নি। ছেলের বয়স ২১ বছর, তাহলে বয়স কত বোঝো। আমার থেকে দু–বছরের বড়ো হবে। আরেকটা মেয়ে আছে, তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, এখন বাড়িতে ডেকে এনেছি, একটু রান্নাবান্নায় সাহায্য করতে। বাড়ি বেশি দূরে নয়, কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর পেছনে মসজিদ আছে না — সাহেববাগান বলে। আমাকে সাতবাড়ির কাজ সামলে হাসপাতালে আসতে হয়। সকাল ১১টায় এসে খাইয়ে দিয়ে যাই। ছেলেটা প্যারিসের কাজ করে। সে কাজ সেরে রাত সাড়ে আটটায় এসে বাপকে জামা–কাপড় পাল্টে খাইয়ে দিয়ে যায়। আবার ভোরে উঠে তিনটে হাঁড়ি ধোয়, তারপর প্যারিসের কাজে চলে যায়। সে আসবে কী করে। হাসপাতালের লোক বলছে, বাড়ির লোককে থাকতে। আমার তো আর লোক নেই। এপক্ষেও বাবা–মা নেই, ওপক্ষেও কেউ নেই। কয়েকদিন আয়া রেখেছিলাম। ৮০ টাকা করে রোজ। এই পাঁচ রবিবার হয়ে গেল লোকটা ভর্তি আছে। রোজ আয়া রাখার অত টাকা পাব কোথায়? লোকটা পড়ে গিয়ে চোট পেল। আগের কদিন ভালো ছিল। বেড থেকে নেমে এদিক ওদিক চলে যেত। মাথাটাও ঠিক নেই। একটু পাগলের মতো করলেও খারাপ ছিল না। এদিক ওদিক চলে যেত বলে বেঁধে রেখেছিল। কাল ভাবছি ডাক্তারকে বলে বাড়ি নিয়ে যাব — মরবে যখন মরুক, আমাদের চোখের সামনেই মরুক।

এত কথা বলে ফেললেন সুবল দাসের বউ। আমি শুধু বলেছিলাম, রুগি পড়ে যাওয়ায় নার্সকে ডাকতে গিয়েছিলাম আমি, তখন ওরা বাড়ির লোকের খোঁজ করছিল। সন্ধ্যের অন্ধকার তখন গাঢ় হচ্ছে। তার চেয়েও গাঢ় যন্ত্রণার অন্ধকার সুবল দাসের বউ–এর মুখে — উনি যখন পড়ে গিয়েছিলেন তখন নিজে উপস্থিত ছিলেন না বলে। আর সে জন্যই বোধহয় প্রায় অপরিচিত আমাকে এতগুলো কথা বলে একটু কষ্ট ভাগ করে নিলেন।

সম্পাদকের কথা

বসুন্ধরার ভাবনায়

গরম বাড়ছে, আর তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলকষ্ট। শহরে পাইপ লাইনে আসা জলের ধারা সরু হচ্ছে। গ্রামে পুকুরের জলস্তর নামছে, টিউবওয়েল থাকলে ভয়, এই বুঝি বালি ওঠে। তাপে গা পুড়ছে, কারোর মনে হচ্ছে এসি ছাড়া টেকা মুশকিল। আশেপাশে গাছের ছায়া খুঁজতে গিয়ে দেখি, বড়ো গাছই নেই। বিদ্যুতের বিল বাড়ছে বিদ্যুতের দামের চেয়েও দ্রুতগতিতে। আমরা টের পেতে চলেছি, আর পারা যাচ্ছে না। এই ধরাধাম যেন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। মনের কোণে উঁকিও দিয়ে যাচ্ছে, এর বারো আনা দায় বোধহয় সম্মিলিতভাবে আমাদেরই — মানুষের।

প্রতি বছর গ্রীষ্মে লক্ষ লক্ষ পাখি ও পশু মারা যায় স্রেফ তেষ্টায়, জল না পেয়ে। প্রাকৃতিক জলের ভাঁড়ার আমাদের নাগরিক সভ্যতার চাপে কমেই চলেছে। আমাদের তেষ্টা আর কষ্টের মুহূর্তে আমরা তাদের দুর্দশার কথা মনে করব না?

জোড়া কুল গাছের একটিকে কেটে নিলে আরেকটির দুঃখ হয় — একথা ভাবা মানে কি কবিত্ব? এর মধ্যে কোনো বাস্তবতা নেই? ঘাটশিলার নুড়ি কুড়িয়ে এনে আমার ঘরের মধ্যে রেখে দিলে নুড়িটার কষ্ট হয় — সেটা কি কেবল কল্পনা? গোটা জগতের মানুষ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত কিছুকে মানুষের কী কাজে লাগে, তা দিয়ে বোঝাটাই কি ঠিক? এতে আমাদের বাস্তব জ্ঞানটিই কি আংশিক বা অসত্য হয়ে যায় না। সেই আধাখ্যাঁচড়া জ্ঞান নিয়ে নিজেদের সর্বজ্ঞ ভেবে ফেলাটা কি কোনো কাজের কথা?

এই সর্বজ্ঞ মনোভাব নিয়ে কথা বললে তা কেমন হিংসার আবহাওয়ার জন্ম দেয়, তা তো চব্বিশ ঘন্টা মিডিয়াতে আমরা দেখছি। গোটা জগতের ভালো-মন্দ সম্পর্কে আমরা মানুষ সব জানি, গোটা দুনিয়ার কিসে ভালো তা আমরা ভারতীয় বা বাঙালি বা হিন্দু বা মুসলমান সবই জানি — এই ধরনের সবজান্তাপনার ঠিক বিপরীতে আসে সহাবস্থানের চিন্তা।

গ্রিক পুরাণের ধরিত্রী দেবী গাইয়ার নাম অনুসারে গাইয়া-কল্পনায় বলা হয়, পৃথিবীর সমস্ত জৈব সত্তা তাদের পরিমণ্ডলের সমস্ত অজৈব বস্তুর সঙ্গে মিলে এক সংহত, পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ও স্বনিয়ন্ত্রিত একটি জটিল তন্ত্র হিসেবে রয়েছে। তন্ত্রটির আচার আচরণ বুঝতে হবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। এই স্বনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসেবেই আমাদের এই গ্রহের ওপর প্রাণের শর্ত বজায় থাকে।

এইভাবে ভাবতে গিয়েই গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে সারা পৃথিবীতেই কোথাও কোথাও এপ্রিলের ১৬ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত পালিত হয় বসুন্ধরা সপ্তাহ, তার শেষ দিনটা (২২ এপ্রিল) চিহ্নিত হয় বসুন্ধরা দিবস হিসেবে। এই বসুন্ধরার বুকে কেউ সাইকেল চালিয়ে, কেউ শক্তি ব্যবহারে সংযম দেখিয়ে, কেউ আলো নিভিয়ে রেখে পালন করে এই দিনগুলি। আমরা আমাদের নিজের নিজের পরিমণ্ডলে কি এতে শামিল হতে পারি?

আল্টিমেটাম শেষ, বাংলাদেশে আমরণ অনশনে গণজাগরণের সাথি রুমী স্কোয়াড

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৯ মার্চ •

শাহবাগ আন্দোলনের গণজাগরণ মঞ্চের দেওয়া ২৬ মার্চের আল্টিমেটাম পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার শাহবাগের দাবিগুলিতে মোটেই কর্ণপাত করেনি। এই প্রসঙ্গে গণজাগরণ মঞ্চের ইমরান বলেন, '২৬ মার্চের আগেই সংশোধিত আইনের অধীনে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী সন্ত্রাসী শক্তি জামাতে ইসলামি বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে আইনি প্রক্রিয়া শুরুর দাবি জানিয়েছিল গণজাগরণ মঞ্চ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আল্টিমেটামের সময় পেরিয়ে গেলেও সরকারের টনক নড়েনি।'

তাঁর আরও অভিযোগ, জামাতকে নিষিদ্ধ করা ও এর প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ১৯৯৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। সম্প্রতি জামাতের নিবন্ধন বাতিল প্রসঙ্গে হাইকোর্টের একটি রিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই রিটের মাধ্যমে জামায়াতের নিবন্ধন যদি বাতিলও হয়, তবুও এই দেশবিরোধী দলটি রাজনৈতিক দল হিসাবে অপকর্ম চালিয়ে যাবে।' 'আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবি না মানা প্রসঙ্গে ইমরান বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের একটি গণমাধ্যমের ধর্মীয় উস্কানিদাতা সম্পাদককে গ্রেপ্তারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হলেও সরকার কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি।

এ প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র পরিসরের মিডিয়া ব্লগ এবং দানবাকৃতির বড়ো মিডিয়াগুলির তুলনা টেনে ইমরান বলেন, 'ব্লগের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে অবমাননাকর বিষয়গুলো যে গণমাধ্যম হীন উদ্দেশ্যে ছড়ালো সেই গণমাধ্যমের বিষয়ে সরকার নিশ্চুপ। অথচ আমরা দেখলাম বাংলা ব্লগগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার প্রজ্ঞাপণ জারি করেছে।'

সরকারের প্রতি বিষোদ্গার করলেও গণজাগরণ মঞ্চ মামুলি কিছু কর্মসূচির বেশি নিতে পারেনি। কিন্তু ওই দিনই রাত সাড়ে দশটা থেকে যাদুঘরের সামনে জামাত-শিবির নিষিদ্ধের দাবিতে আমরণ অনশনের কর্মসূচি নেয় শাহবাগ আন্দোলনের একটি অংশ, 'শহিদ রুমী স্কোয়াড'। এই কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি জানায় 'শহিদ জননী জাহানারা ইমাম স্কোয়াড', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'শিক্ষা অধিকার মঞ্চ' এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বোধন'।

তাদের সাতজন তরুণ এই অনশন শুরু করে এবং পরদিন আরও দু-জন এই অনশনে যোগ দেয়। গণজাগরণ মঞ্চের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সংগঠনটি জানায়, আল্টিমেটাম না মানায় পরবর্তী সময়ের জন্য গণজাগরণ মঞ্চের তরফ থেকে যে সকল কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং সমর্থন দলটির আছে। বরাবরের মতোই প্রতিটি কর্মসূচিতে স্কোয়াডের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ থাকবে সক্রিয়ভাবেই। গণজাগরণ মঞ্চও এই অনশনের বিরোধিতা করেনি।

২৯ মার্চ অনশনকারী মানিক সুত্রধর-এর শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই অনশনকে সংহতি জানিয়ে প্রায় শ-খানেক মানুষ প্রতীকি অনশনে সামিল হয়েছে। তাদের মধ্যে আছে বেশ কিছু ব্লগার, যারা সামহোয়ারইন ব্লগে লেখে। বিকেলে গণজাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক ইমরান এইচ সরকার অনশনস্থলে যান ও সংহতি জানান। ৩১ মার্চ শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের ছয় দফা দাবির পক্ষে এক কোটি সাত লক্ষ মানুষের সই করা কাগজ সংসদে জমা দিয়ে আসা হয় মিছিল করে।

দলচিহ্নহীন দেশপ্রেমের পবিত্র আবেগ

'আরও একবার বাংলাদেশ দেখাল তার স্বতঃস্ফূর্ততার আবেগ। দলচিহ্নহীন দেশপ্রেমের পবিত্র সেই আবেগ নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে, দেশটা বাংলাদেশ হয়ে উঠবার পরে যাদের জন্ম। ...'

এরকম সামান্য কয়েক লাইনে নিজের কথা পাঠ করে কবি শঙ্খ ঘোষ উদ্বোধন করলেন 'সমুদ্যত শাহবাগ' নামে পুলক চন্দের তোলা ছবির প্রদর্শনী, কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের বই-চিত্রে (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কফি হাউসের তিনতলায়)। কলকাতায় বাস করেও শাহবাগ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি কীভাবে বুঝছেন, বললেন অরুণ সেন। তিনি বলেন, 'আজ ২৬ মার্চ, বিয়াল্লিশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৭১-এর আজকের এই দিনটিতে পাকিস্তানি সেনার ধ্বংসাত্মক আক্রমণের মুখোমুখি পূর্ববঙ্গের বাঙালির স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। সেই স্বাধীনতা অর্জিতও হয়েছিল। কিন্তু অচিরে নানা বিপথগামিতার মধ্যে তা বারবার বিড়ম্বিত, প্রায় চূর্ণ। আজও তার জের চলছে। তারপর হঠাৎই বাঙালির যে সত্তা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েও ইতিহাসের সেই অভিযানের সদ্যরূপ যেন ফিরে এল ২০১৩-র ফেব্রুয়ারিতে। আগেও মাঝে মাঝে এই প্রতিবাদ হয়তো উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা টেঁকেনি। পাশাপাশি আমরা দেখছি, এবছর ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রসারিত শাহবাগের আন্দোলন নানা দিক থেকেই সকলের মনে যে নতুন প্রত্যাশা জাগাল তার ঠিক তুলনা নেই। শাহবাগ যেন এক বিদ্যুৎস্পর্শ, একাত্তরের মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ...।' প্রায় ত্রিশ মিনিটের বেশি অরুণ সেনের এই বক্তৃতায় ছিল শাহবাগের যুব-বিদ্রোহের প্রতি সহমর্মিতা।

'সমুদ্যত শাহবাগ' প্রদর্শনীটি চলবে রবিবার ও ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা ১৩ এপ্রিল শনিবার পর্যন্ত। রিপোর্ট জিতেন নন্দীর।

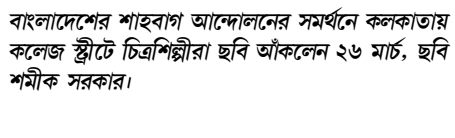

বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে চিত্রশিল্পীরা ছবি আঁকলেন ২৬ মার্চ, ছবি শমীক সরকার।

শাহবাগের পাশে

২৯ মার্চ শুক্রবার বিকেলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অশোকনগরে বাংলাদেশের চলমান আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে একটা মিছিল ও সভা হল। কল্যাণগড়, গুমা ও আশেপাশের জনা পঞ্চাশেক মানুষের ছোট্ট মিছিল শহরের পথে পথে ঘুরল। পথচারী ও শহরবাসীর হাতে আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্য সমৃদ্ধ একটি লিফলেট দেওয়া হল। মিছিল শেষে অশোকনগর চৌরঙ্গী মোড়ে একটি সান্ধ্য সভা হল। সেখানে সমাজবিদ্যার ছাত্রী পিঙ্কি রাহা, শিক্ষিকা শিউলি গায়েন মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখলেন। গান গাইলেন নাজিনা খাতুন। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখলেন।

৩০ মার্চ শনিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়ায় বাণীপুর জনতা হলে বিকেলবেলা শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থনে এক মনোজ্ঞ সভা হয়। এতেও বহু বিশিষ্ট মানুষ বক্তব্য রাখেন। রিপোর্ট বঙ্কিমের।

'পশ্চিমবঙ্গের কাছে আমাদের আশা ছিল অনেক বেশি'

শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ-র ফেসবুক পাতা, ২১ মার্চ •

'পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকে আমাদের আশা ছিল অনেক বেশি' — উক্তিটি করেন কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার অফিসে বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত অবিদা পারভিনের স্পেশাল অ্যাটাশে। পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তখন সময় বিকেল ৫.৩০। ট্যাক্সি থেকে ডেপুটি হাই কমিশনার অফিসের সামনে নামতেই কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা তাঁদের ঘিরে ধরে। প্রত্যেকের নাম ধাম জানতে চাওয়া হয়। তাঁদের জানানো হয় ইতিপূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া আছে। এরপর ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস থেকে প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হয়। পিছন পিছন উর্দিধারি পুলিশ আলোচনা ঘরে প্রবেশ করে। পুলিশ স্মারকলিপির প্রত্যয়িত পত্র চায়, তাঁদের তা দেওয়া হয়।

এরপর, সম্মানিত উপরাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি জানান এই স্মারকলিপির বার্তা তাঁর দেশের সরকার ও জনগণের কাছে তিনি পৌঁছে দেবেন। প্রজন্ম চত্বরের ভাই বোনেরা আপনাদের সংহতি জ্ঞাপণে উৎসাহ পাবে। পুলিশি বাধায় মিছিল করে দূতাবাসে আসতে না পারার খবরে তিনি বিস্মিত হন। তিনি আরও বলেন, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা আরও সমর্থন আশা করেছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলার সময়েও পুলিশ সেখানে উপস্থিত থাকে।

'গণহত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদিকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন' একটি আবেদন

আমরা সকলেই জানতে পারছি যে ৯ এপ্রিল শিল্পপতিদের একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের এক গোষ্ঠী নরেন্দ্র মোদিকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটা অছিলা মাত্র। এইসব শিল্পপতি এবং মিডিয়া গোষ্ঠীগুলি নরেন্দ্র মোদিকে দেশের আগামী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছে। অথচ আমরা কেউই নরেন্দ্র মোদির আসল পরিচয় ভুলে যাইনি। ২০০২ সালের নৃশংস গুজরাত গণহত্যার অন্যতম নায়ক নরেন্দ্র মোদি। দশবছর আগের সেই দিনগুলোর কথা আমরা কীভাবে ভুলে যাব? মনে নেই, সেই দুর্যোগময় শোকসন্তপ্ত সময়ে আমরা সকলে অর্থসংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলাম গুজরাতের আক্রান্ত মানুষের কাছে। সেদিন মেটিয়াব্রুজ-মহেশতলার দর্জিসমাজ নতুন জামাকাপড় একত্রিত করে পাঠিয়েছিল গুজরাতের দুর্গত শিশুদের জন্য।

না, সেই গণহত্যার ঘটনাবলীকে এত সহজে আমরা ভুলে যেতে পারি না। আজও সেই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নায়কদের চরমতম অন্যায়ের বিচার হয়নি। আমরা আজও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছি। তাই নরেন্দ্র মোদির বিচার আমরা চাই। আমরা চাই অন্তত কলকাতায় যেন সেই হত্যাকাণ্ডের নায়ক অভিনন্দিত না হন।

তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দিকে। ১৯৭১ সালের গণহত্যার নায়কদের বিচারের দাবিতে আজ সোচ্চার সেদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। সেখানেও নির্বাচনী ফায়দা লুঠতে গণহত্যার নায়কদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছিল কখনো আওয়ামি লিগ, কখনো বিএনপি ইত্যাদি দলেরা। যুদ্ধাপরাধীকে মন্ত্রী পর্যন্ত করা হয়েছিল বাংলাদেশে। কিন্তু সেই নির্লজ্জ আপোসের জবাব দিয়েছে চার দশক পরে ঢাকার শাহবাগ স্কোয়ারের গণজমায়েত।

শাহবাগের নব প্রজন্মের সচেতনতা আমাদের শিক্ষিত করুক! আসুন, মানবতার আবেদন উচ্চারণ করি : নরেন্দ্র মোদির বিচার চাই। তাঁকে শতসহস্র কণ্ঠে ধিক্কার জানাই। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করি।

আবেদনকারী : কৃষ্ণা সেন, দীপেন সেনগুপ্ত, কামরুল হান্নান, সামসুদ্দিন পুরকাইত, অজিতবরণ সিংহ রায়, খায়রুন নেসা, অমিতা নন্দী, মহব্বত হোসেন, ফারুক উল ইসলাম, সাদিক হোসেন, শরদিন্দু সাহা, কৃত্তিকা সাহা, কানাইলাল বিশ্বাস, ফিরোজ আহমেদ, সত্যব্রত চ্যাটার্জি, শেখ শাহনাওয়াজ, মহঃ দাউদ, কাজি ফয়জল নাসের, নিজামউদ্দিন আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, শাকিল মহিনউদ্দিন, মহঃ আমিন, মোঃ আসরাফ আলি গাজী, মহঃ গোলাম রসুল, সুনীত পাল, অনিল তপাদার ও জিতেন নন্দী।

পাঠকের কথা

ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়
কিছু তথ্য সংশোধন

গত ১৬ ফেব্রুয়ারির সংবাদমন্থনে 'সালেমানের মা-র গ্রামে পদাতিক কবি' শীর্ষক সংবাদের তথ্যে দু-একটা ভুল আছে। 'একটু সুখের মুখ দেখবে বলে/আমাদের মুখের দিকে/চুল সাদা করে/তাকিয়ে আছে আহম্মদের মা।' — এই লাইনগুলো 'যতদূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'পায়ে পায়ে' কবিতার। এখানে সালেমানের মা-র উল্লেখ নেই। আর সালেমানের মা বর্তমানে বেঁচে নেই। ১২ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে সত্তর উত্তীর্ণ সালেমান উপস্থিত ছিলেন। সালেমানের মা ছিলেন না।

কারাবাসের পর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বজবজে সোমনাথ লাহিড়ী নিয়ে আসেননি। ওঁরা স্বেচ্ছায় এসেছিলেন। ৭৩ ফকির মহম্মদ খান রোড, ব্যঞ্জনহেড়িয়া, বজবজের এই ঠিকানায় ১৪।৫।১৯৫২ তারিখের চিঠিতে কবি সুভাষকে সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছিলেন, 'সুভাষ, পরিচয়ে এসে তোমার দেখা পেলাম না। শুনলাম তুমি নিরিবিলিতে সাহিত্যসাধনা করার জন্য বনবাস নিয়েছ, আবার পি.সি. অফিসে শুনলাম যে তুমি ম্যাস কন্ট্যাক্ট করে উপন্যাস লেখার জন্যে বজবজ গেছ।' এই চিঠির সূত্রে জানা যায় সোমনাথ লাহিড়ী কবিকে বজবজে আনেননি।

শুভেচ্ছা সহ
সনৎ কর্মকার
বজবজ, কলকাতা ১৩৭

পুনশ্চ : ১২।২।২০১৩-র অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্তাজগুলো নিয়ে অধ্যাপিকা স্বপ্না রায়ের আলোচনা।

কবিতা এবং কবিতা-র ৪৩তম সংখ্যা প্রকাশ

২০ মার্চ, রীণা কবিরাজ, দুবরাজপুর •

বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় 'কবিতা এবং কবিতা' পত্রিকা। সম্পাদক ফজলুল হক এবং কার্যনির্বাহী সম্পাদক ফাল্গুনী দে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাংলা একাডেমিতে এই পত্রিকার ৪৩তম সংখ্যা প্রকাশ করেন সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী, সংগীতশিল্পী কল্যাণী কাজী এবং গল্পকার নলিনী বেরা। এঁরা প্রত্যেকেই মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। এই সভায় ফজলুল হকের 'রচনা সংগ্রহ', ফাল্গুনী দে-র কাব্যগ্রন্থ 'তোর লাগি আমার ভীমরতি' এবং রুবাই শবনমের উপন্যাস 'আর্মি' প্রকাশিত হয়। সভার সূচনা হয় নূপুর কাজীর স্বদেশি গান দিয়ে। এছাড়া ছিল বহু কবির কবিতাপাঠ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন অরুণাভ ঘোষ এবং অদিতি গাঙ্গুলি।

উদার আকাশের অনুষ্ঠান

২৯ মার্চ, নিজামউদ্দিন আহমেদ, কানখুলি, মেটিয়াব্রুজ •

২৩ মার্চের সুন্দর বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'উদার আকাশ' প্রকাশনার তরফে মীরাতুন নাহার এবং সাংবাদিক মোসারাফ হোসেনের দুটো বই এবং ফারুখ আহমেদের সম্পাদনায় একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হল।

মূল অনুষ্ঠান ছিল একটি আলোচনা সভা, বিষয় ছিল, 'গভীর সঙ্কটে বাক্ স্বাধীনতা'। আলোচনায় অংশ নিয়ে কবীর সুমন বলেন, বর্তমানে বাক্ স্বাধীনতা সত্যিই সঙ্কটে ... বাক্ স্বাধীনতার নামে মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করাটাও তসলিমা নাসরিন বা সলমন রুশদির কাছে কাম্য নয়। আবার রাজনৈতিক দলগুলি বাক্ স্বাধীনতাকে নিজেদের মতো করে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করছে। ...

সমাজকর্মী এবং তালপুকুর আড়া হাই-মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কাজী মাসুম আখতার জঙ্গলমহলের শিলাদিত্য, ষোলোবিঘার প্রতাপ নস্কর এবং যাদবপুরের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বাক্ স্বাধীনতা এখন ভয়ানক সঙ্কটে। এ প্রসঙ্গে তিনি পুলিশকর্তা নজরুল ইসলামের লেখা 'মুসলমানদের করণীয়' বইটির উল্লেখ করে বলেন, সরকার মুসলমানদের উন্নতির কথা বলে বটে, কিন্তু নজরুল ইসলামের ওই বইতে মুসলমান ছাড়াও তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের পিছিয়ে পড়া অবস্থার চিত্রটা ফুটে উঠেছে। সরকার ওই বইয়ের কোনো যুক্তি খণ্ডন না করে লেখকের নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে। ... কেউ যখন মুসলমান বা পিছিয়ে পড়া সকল মানুষের উন্নতির দিশা দেখাতে চাইছে, তখন তার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে।

এছাড়া, এদিনের আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, গায়ক অসীম গিরি এবং চিত্র-পরিচালক শতরূপা সান্যাল।

কলপক্কম পরমাণু সম্প্রসারণের প্রতিবাদ, শতাধিক ব্যক্তির জেলহাজত

মনিখানেলিয়া মাক্কাল কাচি–র আবদুল সামাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথোপকথনের মাধ্যমে ডায়ানিউক ডট অর্গ–এর রিপোর্ট

চেন্নাই–এর কলপক্কম পরমাণু প্রকল্পের (মাদ্রাজ অ্যাটমিক পাওয়ার স্টেশন) চারদিকের বেশ কিছু গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ প্রতিবাদ শুরু করেছে ওই পরমাণু প্রকল্পের সম্প্রসারণের প্রতিবাদ জানিয়ে। তারা চায় না, নতুন করে আর কোনো পরমাণু চুল্লি ওখানে বসানো হোক। একটি ৫০০ মেগাওয়াটের ফাস্ট ব্রিডার রিয়্যাক্টরের কাজ চলছে সেখানে এক যুগ ধরে। গ্রামবাসীরা দাবি জানিয়েছে, ওই চুল্লি বাতিল করতে হবে। তাছাড়া ওই এলাকাতেই পরমাণু বর্জ্য ফেলারও প্রতিবাদ করেছে তারা। ওই পরমাণু চুল্লিগুলো থেকে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, তার ওপর অধিকার আশেপাশের গ্রামের মানুষের সবার আগে, জানিয়েছে প্রতিবাদকারীরা। তারা দিনে ১০ ঘন্টা করে লোডশেডিং–এ ভোগে, আর ১০ কিলোমিটার দূরে কলপক্কম টাউনশিপে যারা থাকে তারা ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পায়।

এইসমস্ত দাবি নিয়ে আজ ২৮ মার্চ অন্তত ছ–টি জায়গায় অনশন ও অবরোধে হাজারের বেশি গ্রামবাসী শামিল হয়। পুলিশ অবরোধ তুলে নিতে বললে অন্তত সাড়ে ছ–শো জন গ্রেপ্তার বরণ করে। সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করা লোকেদের ছেড়ে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবাদ যেহেতু পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে, তাই জন্য পুলিশ ওই সাড়ে ছ–শো জন (যার মধ্যে অন্তত ২০০ জন মহিলা)–কে গুরুভানচেরি, সিঙ্গাপেরুমল কয়েল, চেঙ্গালপেট এই তিনটি শহরে বিয়ের জন্য যে হলগুলি ব্যবহার করা হয় সেখানে নিয়ে যায়। এর মধ্যে পুলিশ প্রথমে বলে, ২৭ জন নেতাকে তারা জেলহাজতে রাখবে। পরে সন্ধ্যেবেলা পুলিশের সুপার ম্যাজিস্ট্রেটকে বিয়েবাড়ির হলগুলিতে নিয়ে এসে হুমকি দিতে থাকে, সবাইকে জেলে পুরে দেবে।

মুলতাই–এ পুলিশের গুলিতে নিহতদের জন্য বিচার শুরু হোক

সরকারি বাহিনীর গুলিতে নিরীহ মানুষের মৃত্যুর বিরুদ্ধে দেশজোড়া আন্দোলনের ডাক সুনীলমের

বঙ্কিম, কলকাতা, ৩০ মার্চ •

'বিচারে আমার যাবজ্জীবন হোক আর ফাঁসিই হোক, কোনো ব্যাপার না। সেদিনের আন্দোলনে যে গরিব নিরপরাধ কৃষকরা পুলিশের গুলিতে মারা গেছিল এবং আহত হয়েছিল, তাদের জন্য বিচার শুরু হোক।' এই কথাই আদালতে বলেছিলেন সুনীলম। গত ২৩ মার্চ ভগৎ সিং–এর ফাঁসির দিনে তাঁর বক্তব্যকে স্মরণ করে সুনীলম কলকাতায় ইস্ট লাইব্রেরি হলে গণ আন্দোলনের কর্মীদের সাথে একান্তে তাঁর কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি বললেন, স্বাধীনতার পর দেশের প্রায় চুরাশি হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে সরকারি বাহিনী। এর বিচার শুরু হোক। এ বিষয়ে দেশজোড়া এক আন্দোলন শুরু হওয়া দরকার। এক সময় রামমনোহর লোহিয়া তার মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন পুলিশের গুলিতে দুই নাগরিকের হত্যার প্রতিবাদে। তিনি বলছিলেন, পুলিশ ও সরকারি বাহিনীর গুলি করার অধিকারটা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে হবে।

তিনি জানালেন, একটা কথা পরিষ্কার জেনে নেওয়া দরকার, তাঁকে যে অভিযোগে যাবজ্জীবন জেল দেওয়া হয়েছে তার একটিও কোর্টে প্রমাণিত হয়নি। তবুও এমন এক অদ্ভুত রায় আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার নগ্ন রূপকে প্রকাশ করেছে। আদালতে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার ভিত্তিতে তাঁর ওপর আদালত অবমাননার অভিযোগও আনা হয়।

সুনীলমের অভিযোগ, সরকার এভাবেই মিথ্যে মামলায় দেশের বিভিন্ন গণআন্দোলন কর্মীদের ফাঁসায়। এই নিয়ে দেশব্যাপী একটা সমন্বিত প্রয়াস শুরু করতে চলেছেন সুনীলম ও তাঁর সহযোগীরা (এই বিষয়ে যোগাযোগ করার ইমেল sunilam_swp@yahoo.com) তাঁর কথায়, অনেক মানবাধিকার সংগঠন বিবৃতি দিচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তবে আদালতে প্রতিদিনকার লড়াইটা বেশ কঠিন এবং সেখানে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রটাও তত প্রশস্ত নয়। অনেক টাকার ব্যাপার।

তিনি একশো আঠারো দিন জেলে কাটিয়েছেন। পরাধীন দেশেও অনেক দেশপ্রেমিক মানুষ জেল ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলে গেছেন। কিন্তু তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, জেল আজও ভয়াবহ নরক। তিনি জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে জেলের ডায়েরি প্রকাশ করতে চলেছেন। জেলে থাকাকালীন বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে যেসব বই পত্তর দিয়েছিলেন, তা–ও তাঁর বিকল্প সমাজচিন্তাকে সুদৃঢ় করেছে। এবং জেলে তাঁর অনশন আন্দোলনের মতো বর্ণময় অভিজ্ঞতার কথাও তিনি জানালেন।

মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় একাধিকবার নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে সুনীলম বলছিলেন, তাঁর এলাকার মানুষ জোর করেই তাঁকে ভোটে দাঁড় করায় এবং ভোট দিয়ে তাঁকে বিধানসভায় পাঠায়। তিনি খুব সামান্য পয়সাই খরচ করতে পেরেছিলেন ভোটের জন্য। পরবর্তীতে তাঁকে ভোটে হারানোর জন্য ওই কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ করেছিল বিরোধী প্রার্থী। তাঁর মত, ভোট এখন টাকা আর গুণ্ডাগার্দির বিষয় হয়ে গেছে। কথোপকথন পর্বে এক যুবক বন্ধু এত অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর সদাহাস্যময় উপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বললেন, এটা দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়, আমরা বিকল্প সমাজব্যবস্থা চাই কিনা তার প্রশ্ন।

সুনীলমের পুরো বক্তব্যটির অডিও পাওয়া যাবে http://songbadmanthan.com/?p=2254

স্থায়ী চাকরির প্রত্যাশাকে ব্যবহার করে মানুষ নিয়ে ছিনিমিনির পরীক্ষা!

পার্থ কয়াল, ফলতা, ১ এপ্রিল •

৩১ তারিখ প্রাইমারি শিক্ষকের পরীক্ষা। সারা রাজ্যে নাকি ৪৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী। ট্রেনে যেতে যেতে মাঝেরহাটে শিয়ালদার দিকের আপ ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, প্রচণ্ড ভিড়। লেডিস কম্পার্টমেন্টেও ছেলেরা উঠে পড়েছে। প্লাটফর্মে রয়ে গেছে আরও অনেকে — তাদের তারস্বরে চিৎকার। ট্রেন চলতে শুরু করে থামল। আবার কিছু লোক উঠল।

বজবজ যাচ্ছি। সহযাত্রী দুটি অল্পবয়সী ছেলে জিজ্ঞেস করল, বুড়ুল যাব কী করে? আমি জবাব দেওয়ার আগেই আরেক বয়স্ক লোক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বললেন, আমিও যাব। আমি 'এসডি ৩০ বাস যাবে' বলার আগেই বয়স্ক লোকটি বললেন, অটো করে তারপর ট্রেকার ধরে যেতে হবে, নাহলে দেরি হবে। ছেলেগুলো এসেছে ডায়মণ্ড হারবার থেকে। এরাও পরীক্ষা দেবে।

এসডি ৩০ বাসে উঠে দেখি স্বামী–স্ত্রী, পাশে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবেন। পাশের ভদ্রলোক বারবার জিজ্ঞেস করছেন, আলমপুর চালকল যাব নামিয়ে দেবে। স্বামী স্ত্রীও সেখানে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, দুজনের একই জায়গায় সিট? হেসে উত্তর : হ্যাঁ। কপাল ভালো। তা আপনাদের কত পরীক্ষার্থী টোটাল? ৪৫ লাখ? হ্যাঁ। দেখুন দু–জনে যাচ্ছেন যান। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন একজন, কবে পাশ? ২০০৬–এ গ্র্যাজুয়েট। এখন মনে আছে কিছু? ওই যা মনে আছে — হেসে ফেললেন মহিলা। লোকটি বললেন, স্টেশনারি দোকান চালাই। কার্ডের রিচার্জ করি। একটা বই কিনেছি। ওই তাতে যা হবার হবে।

পাশের জন বললেন, এই যে সবাই একসঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে। যারা ফ্রেসার্স, যে দশ বছর আগে পাশ করেছে আর যে পাঁচ বাচ্চার মা সবাই দিচ্ছে। পাবে কে? ফ্রেসার্স। আমাদের বেলায় ফ্রায়ার ব্রিগেডে রিক্রুটমেন্টে ৫৮ লাখ পরীক্ষা দিয়েছিল। আপনাদের ৩৫ হাজার নেবে, পরীক্ষা দিচ্ছে ৪৫ লাখ। তারপর কোর্ট কেস আছে। সব মিলিয়ে হয়ত ২০ হাজার নেবে। কোনো পার্সেনটেজে আসে? স্বামী–স্ত্রী হাসল। চেষ্টা তো করে যেতে হবে। তা ঠিক।

পরীক্ষার্থীদের সিট নিয়ে আরেক দফা মশকরা। ব্যারাকপুরের পরীক্ষার্থী, কম্পিটিশন কম হবে বলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সেন্টার চেয়েছে, সিট পড়েছে সন্দেশখালি। আজ আরেক গুজব শুনলাম, ফর্ম ফিলাপ করেনি, কেবল ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়েছে, তারও পরীক্ষার সেন্টার চলে এসেছে।

পয়লা তারিখ সকালে শুনলাম প্রাইভেটে কাজ করা দু–জনের কথোপকথন। একজন আরেকজনকে বলছে, কি কাল কেমন পরীক্ষা দিলে? আরেকজন নিরুত্তর। পরীক্ষা ভালো হল? উত্তর, দা–রু–ণ। তারপর আর এটা নিয়ে কোনো কথা নেই।

একইরকম বাক্যালাপ আরেক জায়গায়। প্রাইভেটে কাজ করে। কাল পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিলে? না বেরোইনি। একদিন ছুটি। আর যেতে ইচ্ছে করল না।

গতকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে অনেক ছেলেকেই দেখা গেল, ওএমআর নাম্বার ঠিক করে লিখতে পারছে না, অভিজ্ঞতা নেই। ভুল ওএমআর নম্বর লিখে সাদা কালি দিয়ে মুছছে। গার্ডরা কিছু বলছে না, কারণ গার্ডদের নির্দেশ দেওয়া আছে এব্যাপারে সাহায্য না করতে। ষাট মিনিটের মধ্যে একশো নম্বর উত্তর করতে হবে, প্রথম পনেরো কুড়ি মিনিট ধরে নাম আর সই এত জায়গায় (৬ জায়গায়) করতে হচ্ছে যে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

জলাশয় সংরক্ষণ আন্দোলনে নতুন প্রজন্ম কই?

শ্রীমান চক্রবর্তী, কলকাতা, ৩১ মার্চ, ছবি লেখকের তোলা •

কলকাতা পুরসভার ১০৪ নং ওয়ার্ডের উত্তর–পূর্ব সীমান্ত ও ৯২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমানার মাঝখানে প্রায় সাত বিঘার বড়ো একটি জলাশয় বা ঝিল রয়েছে। স্থানীয়ভাবে জলাশয়টি ব্যাঙ্কপ্লট — শহিদনগর ও সুইটল্যান্ডের মাঝে অবস্থিত। জলাশয়টি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় অনেকাংশ জুড়েই ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়েছে এবং জলজ উদ্ভিদ জলের উপরে এমনভাবে গজিয়েছে যে কোথাও কোথাও জলের তল দেখা যায় না। এই অবস্থায় পরিত্যক্ত এই বড়ো জলাশয়টিকে মাটি–রাবিশ দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা চালাচ্ছে কিছু অসাধু প্রমোটার, দালাল সহ নানা ধরনের এজেন্টরা। এই অসাধু প্রোমাটারদের উদ্দেশ্য হল জলাশয়ের মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করে সুইটল্যান্ডকে ব্যাঙ্কপ্লট ও শহিদনগরের সঙ্গে যুক্ত করা। তাদের এই অসাধু উদ্দেশ্যকে মদত দিচ্ছে স্থানীয় কিছু নানা রঙের মোড়ল। কিন্তু ব্যাঙ্কপ্লট–সুইটল্যান্ড ও শহিদনগরে কিছু প্রবীণ মানুষের প্রতিবাদ প্রোমাটার দালালদের সেই প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে আসছে মৃদু হুমকি আর শাসানি। কিন্তু কোনোকিছুই সত্তর উর্দ্ধ বৃদ্ধদের টলাতে পারেনি। অমলবাবু ও নির্মলবাবু উভয়েই আমাদের কাছে আদর্শ। কেননা চৈত্রের দুপুরের কড়া রোদে তাঁরা বেরিয়েছেন জলাশয় বোজানোর বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহে। অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিন্তু আমাদের কর্মসূচিকে বন্ধ না করেই ওঁরা বসে থেকেছেন আমাদের কাজে উৎসাহ দিতে। আর আমরা যখন গণস্বাক্ষর করার জন্য ব্যাঙ্কপ্লটের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম কয়েকজন যুবক তাদের অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে ক্যারাম খেলছে। আমরা তাদেরকে আমাদের দাবির সাথে সহমত প্রকাশের জন্য আবেদন করি এবং মনে কিছুটা বিস্ময়ও প্রকাশ করি যে এই অশীতিপর বৃদ্ধরা এগিয়ে এসেছেন নিজেদের পাশের জলাশয় বাঁচাতে, অথচ সেই অঞ্চলের নবীনরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাশয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন। ইতিমধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরের শুরুতেই গরফা থানার ওসি, ১০৪নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা ও ৯২নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা, ১০নং বরো চেয়ারম্যান, কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ইন কাউন্সিলের কাছে জলাশয় বোজানোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় এবং পরিবেশবিদ, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের আমাদের সাথিরা একটি সভারও আহ্বান করেন। সেই সভাই ১০৪নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা, ৯২নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা ও ১০নং বরোর চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে জলাশয়টির সংস্কার ও উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দেন। এমনকী সভাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জলাশয়ের চারদিকে ছোটো রাস্তা তৈরি করা হবে এবং বসার ব্যবস্থা করা হবে যাতে অঞ্চলের বৃদ্ধ ও শিশুরা এখানে সকাল–বিকাল মুক্ত আলো–বাতাসে ভ্রমণ করতে পারে। ৯২ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতার উদ্যোগে ১০০ দিনের কর্মীদের সাহায্যে জলাশয়ের কিছু অংশের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু ১০৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতার কাছ থেকে বিশেষ কোনো সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

ব্যাঙ্কপ্লট–সুইটল্যান্ড ও শহিদনগরের নাগরিকবৃন্দের উদ্যোগে একটি কমিটি গঠিত হয়, যাদের সক্রিয় উদ্যোগে বিষয়টি আমাদের অঞ্চলের বিধায়কেও জানানো হয়। কয়েকটি নামী সংবাদপত্রেও এই জলাশয়টি সম্পর্কে খবর ছাপা হলেও পৌরসভার তরফে নানান আর্থিক ও প্রশাসনিক লাল ফিতের কারণ দেখিয়ে সংস্কারের কাজ এখনই করা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। এরই মধ্যে জলাশয়ের আশেপাশের কিছু বাসিন্দা অভিযোগ করে যে রাতের অন্ধকারে রাবিশের লরি পশ্চিম দিক থেকে ঢুকে জলাশয় বুজিয়ে রাস্তা তৈরি করতে চাইছে। বিষয়টি নিয়ে অঞ্চলের নাগরিকগণ তাদের দাবিপত্রসহ চিঠি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও জানিয়েছে। কিন্তু তাতেও এখন পর্যন্ত পুরসভার তরফে কোনো সক্রিয় সহযোগিতা মেলেনি। তবে অঞ্চলের নাগরিকদের উদ্যোগে কিছু এনজিও এই জলাশয়টিকে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করতে সম্মত হয়েছে। এই কাজের জন্য পুরসভার তরফে নো অবজেকশনের ছাড়পত্রও মিলেছে ৯২নং ওয়ার্ডের পৌরমাতার তৎপরতায়। বর্তমানে জলাশয়টি পরিষ্কার করার কাজ বেসসরকারিভাবে করার উদ্যোগ চলছে। আমরাও পরীক্ষার সময়ে প্রত্যেক রবিবার ছুটির দিনগুলিতে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের প্রোমোটারি অসাধু দালালদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করা ও গণসচেতনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, সেই অশীতিপর বৃদ্ধের নেতৃত্বে।

মিলিটারি পিসি আত্মঘাতী হলেন

বঙ্কিম, অশোকনগর, ৩১ মার্চ •

'মিলিটারি পিসি! ভাবতেও পারি না। আমার এত খারাপ লাগছে যে দেখতেও যাইনি। শেষে এইভাবে।' এভাবেই কথা বলছিল মেয়েটা। তার মিলিটারি পিসির নব্বই বছর বয়স। অশোকনগর ২নং ব্লক, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা। বয়সের তুলনায় তিনি ছিলেন শক্তসমর্থ। বেশ সুস্থ। দিব্বি হেঁটে চলে বেড়াতেন। ছেলে বউ নাতি নাতনি সমেত প্রায় চোদ্দজন মানুষকে নিয়ে তাঁর বাস। নাতিপুতিদের বকাবকিও করতেন। খুব দাপট ছিল একসময়। বয়েসকালে সংসারের জন্য কী না করেছেন। তাঁর সদা সজাগ দৃষ্টি ছিল সংসারের আনাচে কানাচে। চার ছেলেই বড়ো হয়েছে। একই বাড়ির মধ্যে তারা আপন আপন পরিবার নিয়ে। মা মাঝেমাঝেই তাদের বলতেন, তোদের যে কী হবে! দোলের পরের দিন সন্ধ্যেবেলা তখনও শহরের দালানের খাঁজে চাঁদ উঁকি দেয়নি, একে একে সব ছেলেদের ঘরগুলি পেরিয়ে বাড়িটার শেষ প্রান্তে পড়েছিলেন নবতিপর বৃদ্ধা।

তোমরা বাইরে থেকে নকল কাপড় এনে শুয়ালকুচি বলে বিক্রি করে আমাদের ভাত মেরে দিচ্ছ?

৩১ মার্চ, তাপস দাস, গৌহাটি •

কামরূপ

২৯–৩০ মার্চ আসামের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার শুয়ালকুচি বস্ত্রনগরীতে স্থানীয় তাঁতিদের মধ্যে এক ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। তারা হোলসেলার ও দোকানদারদের নকল বেনারসী শাড়ি রাস্তার ওপর জড়ো করে পুড়িয়ে দেয়। এই গণবিক্ষোভ দমন করতে ওই অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন হয়, জারি হয় কার্ফু ও ১৪৪ ধারা।

আসামের ঐতিহ্যবাহী শুয়ালকুচি সিল্ক যারা উৎপাদন করে, সেই তাঁতিরা অসংগঠিত, বিভিন্ন মালিকের অধীনে কাজ করে। এখানে ২০০৪ সাল অবধি সিপিকি (তাঁতি) ছিল ১৭,০০০। ২০১১–তে সেটা নেমে এসেছে ৭,০০০–এ। ১০,০০০ কমে যাওয়ার কারণ কী? কারণ হচ্ছে সুতোর দাম, মোগা টস কাপড় আর সাদা পাট কাপড়, দুটোই খুব দামি। এই সুতো থেকে শুধু অসমিয় মেখলা নয়, দামি শাড়িও হয়। ২০১১ সালে মোগা কাপড়ের প্রতি কিলোতে দাম ছিল ১৬০০ টাকা। ২০১২ সালে সেই দাম বেড়ে হয়েছে ৪২০০–৪৩০০ টাকা। আর পাট সুতোর দাম ছিল কিলো প্রতি ১৪০০ টাকা, সেটা হয়েছে ৩৭০০–৩৮০০ টাকা। এই মোগা টস সুতো বা পাট সুতো সবটাই আসাম প্রোডাক্ট নয়, এগুলো আসে কর্নাটক, মাইসোর, ব্যাঙ্গালোর ইত্যাদি জায়গা থেকে। আর নকল সুতো, যা আসল মোগা বা পাট নয়, তৈরি হয় হরিয়ানা মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলে। নকল সুতো এখানে আসে না, সরাসরি প্রোডাক্ট বাজারে চলে আসছে। শুয়ালকুচির তাঁতিদের তৈরি একটা আসল মোগা কাপড়ের দাম যেখানে কম–সে–কম ১৬,০০০ টাকা, সেখানে ওরা দিচ্ছে ৩০০০–৩৫০০ টাকায়। স্বাভাবিকভাবে যারা আসল সুতোর প্রোডাকশন করছে, তারা মার খাচ্ছে। যে মালিকের আন্ডারে তাঁতীরা কাজ করছে, তার বিক্রি হচ্ছে না। ফলে সে ওয়ার্কারদের পেমেন্ট দিতে পারছে না। ২০০৪–১১ পর্যায়ে ওয়ার্কার কমে গেছে ৭০০০। সবই মহিলা শ্রমিক। এতে মালিক ও তাঁতী সবারই ক্ষোভ। তাদের বক্তব্য, তোমরা বাইরে থেকে নকল কাপড় এনে শুয়ালকুচি বলে বিক্রি করে আমাদের ভাত মেরে দিচ্ছ? রাজ্য সরকারের ভরতুকি হিসেবে একশো কোটি টাকা এসেছিল, তার এক টাকাও শুয়ালকুচিতে যায়নি। শুয়ালকুচি সিল্ক আসামে অত্যন্ত বিখ্যাত। এর হাই–স্কিল্ড মহিলা তাঁতিদের সিপিনি বলা হয়। তাদের সাঙ্ঘাতিক খারাপ অবস্থা এখন। এই অবস্থায় একটা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে। শুয়ালকুচি স্ট্যাম্প মেরে নকল কাপড় বাজারে বিক্রি হচ্ছে, নকল সেই বেনারসির স্টক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবসায়ীদের রক্ষা করতে পুলিশ এসে যেভাবে অত্যাচার করেছে সেটা অভাবনীয়। পুলিশের গুলিতে আহত দশজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, আন্দাজ করা যায়, এরা সবাই মারা যাবে।

২৯ মার্চ দুপুর এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত 'রাইট ট্র্যাক' সংস্থার কর্মীরা নারীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি অবস্থান কর্মসূচি নেয় সন্তোষপুর স্টেশনের বাইরে ২৪১ বাসস্ট্যান্ডে। দিল্লির ধর্ষণকাণ্ডের পর এই ধরনের কর্মসূচি বিভিন্ন অঞ্চলেই দেখা গেছে, কিছুটা গতানুগতিকভাবে।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 19 1 April 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

আগুন লাগার পর

ষোলোবিঘা বস্তির মানুষ কি নাগরিক অধিকার পেতে চলেছে?

মহেশতলার ষোলোবিঘা বস্তিতে বারবার আগুন লাগছে। গতবছর ২০১২ সালের ২০ নভেম্বরের পর আবার এবছর ১৬ মার্চ আগুন লেগে বহু ঘর পুড়ে যায়। সকলেই বিস্মিত, কীভাবে বারবার আগুন লাগছে? বস্তিবাসীদের অনেকেই আঙুল তুলেছে মহেশতলা পুরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাসের দিকে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এবার আগুন লাগার পর কয়েকটা ঘটনা বেশ চোখে পড়ার মতো। আগের বাম সরকারের আমল থেকে বর্তমান সরকার, কেউই এই বস্তিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয়নি। এখানে জল বা ইলেকট্রিকের আইনি কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখানকার ঠিকানায় রেশন কার্ড, আই-কার্ড বা কোনো স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হত না। ষোলোবিঘার বাচ্চাদের বাইরের স্কুলেও বহুদিন পর্যন্ত নেওয়া হত না। পরে অবশ্য তা শুরু হয়েছিল। ২০ নভেম্বর আগুন লাগার পর মহেশতলা থানায় কোনো ডায়েরি বা এফআইআর পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ইমরাজ গায়েন নামে যে বাচ্চাটি তখন পুড়ে মারা গিয়েছিল, তার মৃতদেহ বস্তিতে আনতে দেওয়া হয়নি, প্রশাসনের কড়া তত্ত্বাবধানে বাসন্তী থানার খড়িমাচান গ্রামে ওদের দেশে নিয়ে গিয়ে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। বাম সরকারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত ছ-বার আগুন লাগল। এর আগে এখানে কখনো পুনর্বাসন বা বস্তি গড়ে দেওয়ার কোনো উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হয়নি। এবারই যেন ঘটনা কিছুটা অন্য খাতে এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাইট ট্র্যাকের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে দুটো জলের কল (ডিপ টিউবওয়েল) পাওয়া গেছে। একটা বসেছে আকড়া ফটকের নয়াবস্তিতে, আরেকটার মালপত্র ফেলা হয়েছে ষোলোবিঘায়। — সম্পাদক •

২৯ মার্চ, আবদুল কালাম মোল্লা, ষোলোবিঘা বস্তির নাগরিক রক্ষা কমিটির সম্পাদকের বয়ান

এবারে আমরা চাপ দিয়েছি এবং সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি বলার পরে এসপি ও ডিএম সাহেব নির্দেশ দেন, ষোলোবিঘা থেকে যতগুলি মানুষ যাবে, থানা তাদের এফআইআর নেবে। আগে ইমরাজ গায়েনের ডেথ সার্টিফিকেট দেয়নি। কিন্তু ১৬ তারিখ সেই ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে।

দিদি বলেছেন, ষোলোবিঘার জন্য উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পেপারেও তা অ্যানাউন্স করেছে। সেই উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকার উনপঞ্চাশ পয়সাও আমরা পাইনি। ... রাত তিনটে চল্লিশ মিনিটে যে আগুন লাগে, আমাদের ৬১০টি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। আমরা বস্তিবাসী আছি, কে ছিল কে ছিল না ভেরিফাই করে তাদের নাম দেব, যাতে তারা পুনর্বাসনটা পায়। সেই জায়গায় ঘর তৈরি হচ্ছে। এখানে জল এবং স্থল — অনেকে পুকুরের মধ্যে মাচানের ঘর করে ছিল। স্থলটা কম, জলের এলাকা বেশি। তাহলে পুকুরটা ভরাট করে পাইলিং করে তাদের ঘরটা তৈরি করে দেওয়া যায়। যারা টেন্ডার নিয়েছে, তারা বলছে এইভাবে অ্যালটমেন্ট হয়নি, ছ-টা করে ঘর এক লাইনে যাবে। চারফুট বারান্দা আর আট বাই দশ ঘর। তার মাঝে চার ফুট গলি রাস্তা থাকবে। সেখান থেকে উঠে লোকে মেইন রাস্তায় উঠবে, সেটা থাকবে আট ফুট। ছ-টা ঘরের পার্টে পঞ্চাশ ফুটের মাথায় আট ফুট জায়গা ছাড়তে হবে, তাতে বাথরুম অথবা গোসলখানা থাকবে। সেইভাবে ঘর হচ্ছে। জানি না যারা পুকুরে ছিল তাদের ঘরটা কোথায় দেবে।

আমাদের প্রথম দাবি ঘর, দ্বিতীয় দাবি হল স্বীকৃতি মানে পাট্টা দিতে হবে। যাদের রেশন কার্ড আই কার্ড নেই তাদের করিয়ে দিতে হবে, যাদের আছে তাদের ট্রান্সফার করিয়ে আনতে হবে। এখানে যদি বারো হাজার মানুষ থাকে, একশো মানুষের রেশন কার্ড আই কার্ড আছে। বার্থ সার্টিফিকেট এখানে অনেকের আছে। তাতে ঠিকানা লেখা আছে মহেশতলা ষোলোবিঘা, ওয়ার্ড ১১নং।

এরপর রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। এর জন্য আমরা দীর্ঘ তিনমাস আন্দোলন করেছি। এখানে পাল্‌স পোলিও খেতে দেওয়া হয়নি। জল মানুষের প্রধান জিনিস, জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না। আমরা বলেছি, আগে জল দিন, পরে পোলিও খাওয়াবেন। সেটা কোনো ডিসাইড হয়নি। এসডিও সাহেব বলে গিয়েছিলেন, পুনর্বাসনের সাথে সাথে দুটো নলকূপ আর দুটো ডিপ টিউবওয়েল দেওয়ার কথা। এখনও পর্যন্ত নলকূপ আর ডিপ টিউবওয়েল ঢোকেনি। দীপা দাসমুন্সি এসে বলেছিলেন, ষোলোবিঘার জন্য আমি চারটে কল বরাদ্দ করেছি। মুখে বরাদ্দ করলে তো হবে না, লিগালে আসতে হবে। পাহাড়পুরে আর কালীনগর মাঠের কাছে একটা করে নলকূপ আছে, এখন লোকে জল আনে সেখান থেকে।

একটা প্রাইমারি স্কুল এখানে ইমিডিয়েটলি দরকার। এছাড়া আমাদের দরকার একটা কবরস্থান আর একটা শ্মশান, একটা মন্দির আর একটা মসজিদ।

এবারে আগুন লাগানোর জন্য যাদের নামে বস্তির লোকে থানায় এফআইআর করেছে, তারা সকলেই রফিক মোল্লার নিজের লোক। রফিক, যার সূত্রে আগেরবার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ও এতদিন পালিয়ে ছিল, শুনছি গতকাল ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে মোমিনা বিবি (অভিযুক্ত) রফিকের ছোটো শাশুড়ি। সাহানারা বিবি (অভিযুক্ত) রফিক মোল্লার পাঁচ নম্বর স্ত্রী, তার মা মোমিনা। ওর গুষ্টির যে ক-টা আছে, ওরই কথায় ওঠে-বসে। ওর পেশা ছিল এখানে গাঁজা চুল্লু মদের ব্যবসা। প্রথম অংশ যেটা পুড়ে গেছে, সেটার লাস্ট পজিশনে বড়ো পুকুরের কাছে ওর পাকা ঘর। উনি বাড়িওয়ালা ছিলেন, বাড়িতে ভাড়া দিতেন, নিজেও থাকতেন। ওনার চারটে পরিবার, চার জায়গায় ছিটিয়ে রেখেছেন। একটা পরিবারের পাঁচটা ঘর, আরেকটার পাঁচটা, আরেকটার ছ-টা ঘর, নিজস্ব দশ-বিশটা, এইভাবে ওর ব্যবসা ছিল। ওর প্রথম ব্যবসা গাঁজা-মদ, তারপর সুদের টাকা খাটানো। আবদুল রেজ্জাক গাজি (অভিযুক্ত), মোমিনার ছেলে, রফিকের শালা। ও পাইলিং ইত্যাদি ডেলি লেবারের কাজ করে।

রফিক অরিজিনাল বাংলাদেশে ছিল বলে শুনেছি। এখানে অনেকদিন এসেছে, এখন মহেশতলার বাসিন্দা হিসেবে সব কাগজপত্র ওর আছে।

নিতাই হালদার (অভিযুক্ত) বহুতদিন থেকে বস্তিতে আছে। মদ-গাঁজার ব্যবসা, রফিকের সঙ্গেই। এই জায়গাগুলো বিক্রি করেছে রফিক, নিতাই, সাধন এরাই। গরিব মানুষের কাছ থেকে পাঁচ-সাত-দশ-বিশহাজার টাকা নিয়ে পার্ট-পার্ট করে স্কোয়ার ফুটের হিসেবে জায়গাগুলো বিক্রি করেছে। নিতাই আগে ছিল ব্রেসব্রিজে, এখন আছে বরুয়াপাড়ায়।

আবদুল মোল্লা (অভিযুক্ত), ডাকনাম বাবু মোল্লা, এখন ওকে বস্তির মধ্যে পাওয়া যাবে না। রফিক-নিতাইয়ের কথায় এই ছেলেটা ওঠে-বসে। নিতাই যতদিন জেলে ছিল, ও বস্তিতে আসেনি, নিতাই ছাড়া পাওয়ার পর ও এসেছিল। আবার নিতাই পালিয়ে গেছে, বাবু মোল্লাও পালিয়ে গেছে।

বাসন্তী, সন্দেশখালি, গোসাবা, কুলপি, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং, জীবনতলা, মোটের ওপর এই ২৪ পরগনার (দক্ষিণ) লোক বস্তিতে বেশি আছে। যারা অসহায় দরিদ্র মানুষ, যারা ভিখ করে খায়, লোকের বাড়ি বাসন মেজে খায় বা বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত। ষোলোবিঘার বারো-চোদ্দ হাজার মানুষ এই সন্তোষপুর থেকে মেটিয়াব্রুজ বিভিন্ন প্রান্তে ছিটিয়ে যায়। এরা বিভিন্ন কাজের মানুষ। রাজমিস্ত্রি, রঙমিস্ত্রি, প্যারিসমিস্ত্রি, ঢালাইমিস্ত্রি, স্যানিটারি-মিস্ত্রি, পাতকুয়োর মিস্ত্রি, টিউবওয়েলের মিস্ত্রি, ডিজাইন-মিস্ত্রি, দর্জি, বিড়ি-বাঁধার লোক, কাগজ-কুড়ানি, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, রাবিশ ফেলার লোক, মাটি কাটার লোক থেকে শুরু করে ট্যাক্সি ড্রাইভার, রিকশা আর ভ্যানচালক মিনিমাম পাঁচ থেকে সাতশো হবে। এই কর্মের লোক যদি চলে যায়, আমার মনে হয় গার্ডেনরীচ অন্ধকার হয়ে যাবে, মানুষ কাজের লোক পাবে না। বাজারঘাট অচল হয়ে যাবে। এখানে বাড়িওয়ালা আছে দু-হাজার মতো। দেশের বুকে কিছু নেই, এখানে করে খাচ্ছে, এরকম ভাড়াটেও আছে কয়েক হাজার। আমরা চাই সকলেই পুনর্বাসন পাক, ভাড়াটে বলে আমরা উল্লেখ করছি না।

নভেম্বরের মতো কেমিকাল ছড়িয়েই নাকি আগুন লাগানো হয়েছে ষোলোবিঘায়

খায়রুন নেসা, রাইট ট্র্যাকের কর্মী, ২৫ মার্চ •

১৬ মার্চ ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ষোলোবিঘা থেকে ফোন করে জানায় একজন, দিদি আগুন লেগে গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। অফিসের সকলকে জানিয়ে আমি ওখানে ঢুকেছি আটটা পাঁচে। এসে দেখছি দৃশ্যটা, পুরো শ্মশান হয়ে গেছে। তখনও আগুন জ্বলছে। ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুন আয়ত্তে আনতে পারেনি তখনও। রাত তিনটে নাগাদ আগুন লেগেছে আর ফায়ার ব্রিগেড এসেছে ভোর পাঁচটা নাগাদ। এলাকার লোকজনই খবর দিয়েছিল ওদের। দশটা-এগারোটার মধ্যে আগুন ওদের আয়ত্তে আসে। বাসিন্দারা সব কাঁদছে। এসডিও আমাদের 'রাইট ট্র্যাক'-এর মাধ্যমে ত্রাণের জিনিস কিছু দিলেন। সেগুলো আমাদের সেন্টারে রাখা হয়। তিনজন মায়ের কোলে ছিল সদ্যোজাত শিশু। আনুমানিক সাতশো ঘরের সমস্ত কিছুই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে চিঁড়ে-গুড় দেওয়া হয়। এলাকার মানুষ পাঁচজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই পাঁচজন রফিকের আত্মীয়। মানুষের অভিযোগ, ওরাই নাকি যুক্তি করে আগুন লাগিয়েছে। ২০ নভেম্বরের মতো কেমিকাল ছড়িয়েই নাকি আগুন লাগানো হয়েছিল।

নবজাগরণের ব্যক্তিত্ব শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের দ্বিশতবর্ষ উদযাপন

শান্তনু রায়, হাঁসখালি, ২০ মার্চ, ২০১৩ •

গত ২০ মার্চ বুধবার সকাল ৮টা, শান্তিপুর থেকে আমরা কয়েকজন কবি ও সঙ্গীতশিল্পী বেরিয়ে পড়েছিলাম নদীয়ার হাঁসখালি ব্লকের মামজোয়ান গ্রামের উদ্দেশ্যে। আমাদের মধ্যে ছিলেন সুবীর দাস, দীনবন্ধু সরকার, তাপস সাহা, ভবেশ মাহাতো, প্রভাস মাহাতো, জীবন বোস সহ আরও অনেকে। আমাদের যাবার উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মা শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকারের জন্ম দ্বিশতবর্ষ উদযাপন। অনেকেরই জানা নেই শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার কে? বা কি তাঁর পরিচয়? জানা গেল শ্যামাচরণের জন্ম বিহারের পূর্ণিয়াতে, ইংরাজি ১৮১৪ সালের ২০ মার্চ। তাঁর পিতৃভূমি নদিয়া জেলার হাঁসখালি ব্লকের অধীন মামজোয়ান গ্রামে। বিদ্যাশিক্ষা গ্রামের পাঠশালা, কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায়। দুর্ভাগ্যকে কীভাবে জয় করতে হয় আশৈশব নিজের জীবনীশক্তি দিয়ে সেটা প্রমাণ করেছিলেন শ্যামাচরণ। প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারি হয়েও ভুলে যাননি স্বদেশকে, স্বগ্রামকে। জনহিতব্রতে তাঁর ব্যাপকতর ভূমিকার কথা আজও অনেকের অজানা। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে তিনি ১৮টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সুতিকাগার নির্মাণে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত প্রথম রাজনৈতিক সমাজ, ভারত সভা বা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছিল ২৬ জুলাই ১৮৭৬। মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার। হাঁসখালি তথা নদিয়ার মানুষ হিসাবে এই তথ্য আমাদেরকেও শিহরিত করে। ভাষাচর্চা, আইনগ্রন্থ প্রণয়ন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রাস্তা সংস্কার, দানকর্ম প্রভৃতি উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে শ্যামাচরণ বাংলাদেশের নবজাগরণের অন্যতম প্রবক্তা পুরুষরূপে সমকালে সম্মানিত হয়েছিলেন।

আমরা জানতে পারলাম শ্যামাচরণ তৎকালীন কলিকাতায় অবস্থিত সুপ্রীম কোর্টের প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় চিফ ইন্টারপ্রিটার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট সদস্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ঠাকুর আইন অধ্যাপক রূপে সম্মানিতও হয়েছিলেন। এমন একজন মানুষের কথা ইতিহাসের বিস্মৃতি থেকে বার করে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন মাহাত্মা শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার জন্ম দ্বিশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির অনুপ চন্দ্র ও গৌতম অধিকারীর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ। ২০ মার্চ তাঁর দ্বিশতবর্ষ জন্মদিন উপলক্ষে আমরাও উপস্থিত ছিলাম মামজোয়ান গ্রামে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষ — কৃষ্ণনগর, বগুলা, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর এবং কলিকাতা থেকে আসা কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষক সহ বহু গুণীজন। অনুষ্ঠান শুরু হয় ভোর পাঁচটায় — ঢাক, ঢোল, বাঁশি, সানাই বাদন ও দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে। তারপর শ্যামাচরণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর তাঁরই নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রী-ছাত্র সহ বহু সাধারণ মানুষ এবং আমরা অনেকে গোটা অঞ্চলটির পথপরিক্রমায় পা মেলাই। সারাদিনের অনুষ্ঠানে আলোচনা ও বিতর্ক সভার সাথে সাথে চূর্ণী নদী বক্ষে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে রইল মামজোয়ান সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয় কবিতা পাঠ ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যথার্থই মান অর্জন করেন শান্তিপুরের শিল্পী ভবেশ মাহাতো ও শিল্পী শান্তনু রায়ের তবলা সঙ্গত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম অধিকারী।

খ ব রে দু নি য়া

তিব্বতে চীনা সোনার খনিতে ধসে কর্মরত সমস্ত শ্রমিকের মৃত্যুর আশঙ্কা

কুশল বসু, কলকাতা, ৩১ মার্চ, তথ্যসূত্র এপি-র রিপোর্ট (দিদি তাং), ছবি এপি •

তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে ৭০ কিমি পূর্বে একটি সোনার খনিতে বিশাল ধস নেমে খনিতে কর্মরত ৮৩ জন শ্রমিক চাপা পড়েছে ২৯ মার্চ। একে একে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে। যারা চাপা পড়েছে তাদের মধ্যে মাত্র দুই জন তিব্বতি। বাকিরা হান চীনা। খনিটির মালিক চীনা ন্যাশনাল গোল্ড গ্রুপ কর্পোরেশন, একটি সরকারি সংস্থা। প্রায় ২০ লক্ষ ঘন মিটারের কাদা, মাটি, পাথরের চাঙর ধসে পড়ে চার বর্গ কিলোমিটার জায়গা ধুয়ে নিয়ে গেছে। সংবাদে প্রকাশ, ধস নামার সময় শ্রমিকরা কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

তিব্বতিদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বেশ কয়েক বছর ধরেই চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতের বিভিন্ন পার্বত্য জায়গায় খনির কাজ শুরু করেছিল। সমুদ্রতল থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার মিটার উঁচু এই অঞ্চলে এই ধরনের ধসকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে জানিয়েছে চীনা সরকার। কিন্তু নির্বাসিত তিব্বতি সরকার এই বিপর্যয়কে 'মানুষের তৈরি' বলে বর্ণনা করে বলেছে, চীনের লোভের ফল এই বিপর্যয়।

উদ্ধারকার্য এখনও চলছে। কিন্তু দুর্গম জায়গা এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।

শাহবাগ আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষের মতবিনিময় সভা

অমলেন্দু সরকার, পঞ্চসায়র, পূর্ব যাদবপুর, ২৮ মার্চ •

পরমত সহিষ্ণুতার সাক্ষী রইল শিয়ালদার লেবুতলা পার্কের নিকটস্থ ইস্ট লাইব্রেরি। আজ ২৮ মার্চ আহ্বান ছিল, শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে খোলামনে মতামত বিনিময়। আহ্বায়ক বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান পিপলস ফোরাম। এই সভাতে শাহবাগ আন্দোলনের যৌক্তিকতা, তার ইতিবাচক নেতিবাচক প্রবণতা নিয়ে অনেকে মতামত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ থেকে আগত সিরাজুল ইসলাম রনি ব্যাখ্যা করেন এই আন্দোলনের তাৎপর্য। একে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেন তিনি। জামাতের বাড়বাড়ন্তের পেছনে প্রচুর বিদেশি অর্থের জোগান নিয়েও যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

উপস্থিত 'জামা'আতে ইসলামি হিন্দ'-এর নেতা মুহাম্মদ নূরউদ্দিন মূলত এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ১) শাহবাগের পক্ষে যেমন কারোর মতামত থাকতে পারে তেমনি এর বিরুদ্ধেও কারো মতামত থাকতেই পারে। এটাই গণতান্ত্রিকতা। সরকারের উচিত বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি সহনশীলতা দেখানো। অথচ বাংলাদেশ সরকার তাদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। ২) আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে নয়, বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থাতেই রাজাকারদের বিচার হওয়া উচিত ছিল। ৩) ইসলাম একটি পবিত্র ধর্ম। ব্লগে তাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। এমনকী হজরত মুহাম্মদের চরিত্র হনন করে ব্লগে যা লেখা হয়েছে তা অত্যন্ত অন্যায়। একে কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না।

কেউ কেউ এলাকা আটকে রেখে আন্দোলন করাকে সমর্থন করেননি। এই অংশের মতে সরকারের আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে এই আন্দোলনকে নাস্তিকের আন্দোলন বলে যে তকমা দেওয়া হচ্ছে, তাকে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র বলতে চেয়েছেন। সভার অন্তিম পর্বে আয়োজক সংগঠনের পক্ষে মানিক সমাজদার আরও বড়োমাপের এইরকম খোলামনে মত বিনিময়ের আবেদন রেখেছেন।

কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় দোলের কয়েকদিন আগে থেকে কিছু পোস্টার পড়ে 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ'-র নামে। তাতে বাংলাদেশ ও ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণের নিন্দার পাশাপাশি শাহবাগ আন্দোলনের প্রতি সংহতিও জানানো হয়।

খ ব রে র কা গ জ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩-২৪৯১৩৬৬৬, ই-মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.